দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 3 AUG 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দামুড়হুদায় আনন্দ স্কুল কার্যক্রম

সাইনবোর্ড আছে নেই ছাত্র-শিক্ষক

দামুড়হুদা (চুয়াডাঙ্গা) উপজেলা সংবাদদাতা

তৃণমূল পর্যায়ে শিক্ষার মানোন্নয়ন ও ঝরেপড়া ছেলেমেয়েদের স্কুলগামী করতে সরকার নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করে। সরকারের পাশাপাশি এ ভূমিকায় অংশ নেয় অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পাড়া-মহল্লায় স্কুল গজিয়ে উঠলেও কার্যক্রম চলছে কি-না তা খতিয়ে দেখছে না কেউ। ঝরে পড়া ছেলেমেয়েদের স্কুলমুখী করতে আনন্দ স্কুল নামকরণ করে বাসাবাড়িতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে স্কুল। জানা গেছে, দেশের বিভিন্ন উপজেলায় ঝরেপড়া ছেলেমেয়েদের স্কুলমুখী করতে প্রতিষ্ঠা করা হয় আনন্দ স্কুল। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১০ সালে দামুড়হুদা উপজেলায় ১৯৩টি আনন্দ স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ঐ সকল আনন্দ স্কুলের কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়েছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী না থাকলেও আছে স্কুলের সাইনবোর্ড। তোলা হচ্ছে উপবৃত্তির টাকা। শুরু থেকেই এ স্কুলের কার্যক্রম ঢিলেঢালাভাবে পরিচালিত হওয়ায় বন্ধ হয়ে গেছে ৭০টি। শিক্ষা অধিদপ্তরের রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রকস) প্রজেক্টের মাধ্যমে পরিচালিত দামুড়হুদায় আনন্দ স্কুলের সংখ্যা বর্তমানে ১২৩টি। উপজেলা শিক্ষা অফিস কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এ স্কুলগুলোতে প্রথমে একজন শিক্ষক ও কমপক্ষে ২৫ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে শুরু করা হয়। সে সময় শিক্ষকদের মধ্যে এসএসসি পাস দু হাজার টাকা, এইচএসসি পাস দু হাজার পাঁচশ টাকা এবং বিএ পাস শিক্ষকদের ৩ হাজার টাকা হারে বেতন নির্ধারণ করা হয়। বর্তমানে সব শ্রেণির শিক্ষকদেরই মাসিক ৩ হাজার টাকা হারে বেতন পরিশোধ করা হচ্ছে। সেই সাথে প্রথমে শিক্ষার্থী প্রতি ৩৫ টাকা হারে উপবৃত্তি দেয়া হলেও বর্তমানে শিক্ষার্থীকে বই, কলম-খাতা, পোশাকসহ মাসে ৫০ টাকা দেয়া হচ্ছে। সোনালী ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা থেকে এ টাকা উত্তোলন করে থাকেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। এছাড়া স্কুলের জন্য নেয়া ঘর ভাড়ার জন্য ৪শ টাকা দেয়া হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠার পরপরই ১৯৩টি স্কুলে কতোজন ছাত্রছাত্রী ছিলো তার সঠিক হিসাব না পাওয়া গেলেও বর্তমানে ১২৩টি স্কুলে রয়েছে মাত্র ৩ হাজার ৭০ জন। কাগজে-কলমে স্কুল, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী থাকলেও বাস্তবে তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া মুশকিল। অথচ বন্ধ নেই শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের টাকা উত্তোলন। এদিকে আনন্দ স্কুল প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কতিপয় অসাধু ব্যক্তি স্কুল ও শিক্ষার্থীবিহীন স্কুলের টাকা মাসে মাসে উত্তোলন করছেন। নামকাওয়াস্তে জাল-জালিয়াতি করে আনন্দ স্কুলের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পরীক্ষায় অংশ নেয়ার ব্যবস্থা করা হলেও পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে পালিয়ে যাওয়ার নজির রয়েছে অহরহ। সেই সাথে পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের সংখ্যা নেই বললেই চলে। তারপরেও রয়েছে স্কুলের নাম, সাইনবোর্ড, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের খাতায় শিক্ষার্থীদের নাম। মাসে মাসে টাকা উত্তোলনের জন্য শুধু এ জালিয়াতি ব্যবস্থা চালু রেখেছে অসাধু কতিত কিছু শিক্ষক। নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকার এ খাতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করলেও ফলাফল শূন্যের কোটায়। তাই বিষয়টি খতিয়ে দেখে সুষ্ঠুভাবে স্কুল পরিচালনা করার লক্ষ্যে যা যা প্রয়োজন তা করা জরুরি বলে মন্তব্য করেছেন এলাকার সচেতন মহল। এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সেলিনা আফরিন বলেছেন, ইতোমধ্যেই এ (রকস) প্রকল্পের একজন মনিটরিং অফিসার যাচাই-বাছাই করে দেখেছেন ১৯৩টি স্কুলের মধ্যে চলমান রয়েছে ১২৩টি। এ সব স্কুলের শিক্ষার্থীদের প্রথম সাময়িক পরীক্ষা চলছে। এছাড়া স্কুলগুলো স্বাভাবিক নিয়মে পরিচালনা ও শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।